সংবাদ

তারিখ ... 07 MAR 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ৩ ...

চিকিৎসা শিক্ষার ভয়ঙ্কর চালচিত্র স্বাস্থ্যমন্ত্রীর ঘুম ভাঙবে কবে

মৌলিক বিষয় এবং এর শিক্ষক ছাড়া চলছে দেশের বেসরকারি মেডিকেল কলেজে চিকিৎসা শিক্ষা। ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা মেডিকেল কলেজগুলো এদিকে ন্যূনতম ভ্রুক্ষেপ না করেই চিকিৎসা শিক্ষার নামে তাদের এ ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। চিকিৎসা শিক্ষার এক ভয়ঙ্কর এলোমেলো চিত্র পরিবেশন করেছে সহযোগী দৈনিক গত মঙ্গলবার।

সরকারি নিয়মে একটি মেডিকেল কলেজের অনুমতি পেতে হলে নিজস্ব কলেজ ক্যাম্পাস, নিজস্ব হাসপাতাল, একাডেমিক ভবনে লেকচার থিয়েটার, টিউটোরিয়াল কক্ষ, অডিটরিয়াম, পরীক্ষার হল, লাইব্রেরি, কমনরুম ও খেলার মাঠ থাকতে হবে। ছাত্রছাত্রীদের পৃথক হোস্টেলসহ ইন্টার্নি চিকিৎসকদের জন্য হোস্টেলের ব্যবস্থা থাকতে হবে। কিন্তু এসব শর্ত পূরণ না করেই একের পর এক মেডিকেল কলেজ অনুমোদন পাচ্ছে।

নিয়ম হলো প্রতিটি মেডিকেল কলেজে অ্যানাটমি, ফিজিওলজি, প্রাণরসায়ন, ফার্মাকোলজি, প্যাথলজি, মাইক্রোবায়োলজি, ফরেনসিক মেডিসিন, মেডিসিন, কমিউনিটি মেডিসিন, সার্জারি এবং স্ত্রীরোগ ও প্রসূতিবিদ্যা-এ বিভাগগুলো থাকতেই হবে। খবর অনুযায়ী দেশের সব সরকারি মেডিকেল কলেজেই অ্যানাটমির অধ্যাপক নেই। এ বিষয়ে দেশে মাত্র ১২ জন অধ্যাপক রয়েছেন। প্রশ্ন উঠেছে, চিকিৎসা শিক্ষার মৌলিক বিষয়ের শিক্ষক ছাড়া কলেজগুলো চলছে কিভাবে? এ অবস্থায় আরও নতুন মেডিকেল কলেজ অনুমতি পাচ্ছে কিভাবে? একই অবস্থা চলছে ফিজিওলজির ক্ষেত্রেও। মোট কথা দ্রুত বিকাশমান বেসরকারি মেডিকেল কলেজগুলোকে নজরদারিতে আনার সামর্থ্য সরকারের নেই, জনবলও নেই। এ কারণেই শুধু বেসরকারিই নয়, সরকারি মেডিকেল কলেজগুলোতে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি চলছে। যে ভাবে চলছে, তাতে বলা যায় ভবিষ্যতে পরিস্থিতি আরও খারাপ হবে। এর খেসারত দিতে হবে জাতিকে।

এক সময় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় খোলার একটি হুজুগ পড়েছিল। সেটা এখন পুরোপুরি বাণিজ্যে পরিণত হয়েছে। একইভাবে বেসরকারি মেডিকেল কলেজও খোলা হচ্ছে। এগুলোর একটা বড় অংশ অভিভাবক ও ছাত্রছাত্রীদের ঠকাচ্ছে। প্রতিটি বেসরকারি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্যোক্তা হয় ডাক্তার, না হয় রাজনীতিবিদ আর না হয় ব্যবসায়ী। এরা বিত্তশালী ও ক্ষমতাধর। ফলে চিকিৎসা শিক্ষার মান নিয়ন্ত্রণের জন্য মনিটরিং ব্যবস্থার কোন বালাই নেই। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সর্বোচ্চ অবস্থান থেকে কলেজ পর্যন্ত রয়েছে অশুভ আঁতাত। নেই কোন নিয়ন্ত্রণ।

গুণগত মান রক্ষা নয়, সংখ্যাগতভাবেই মেডিকেল কলেজের বিস্তৃতিতে প্রতিটি সরকার খুশি। কারণ, এতে রাজনৈতিক লাভ। বলা যাবে আমাদের সময়ে এতটি মেডিকেল কলেজ হয়েছে। কিন্তু চিকিৎসা শিক্ষার নামে কী শিক্ষা দেয়া হচ্ছে তা জাতি হাড়ে হাড়েই টের পাচ্ছে। বিত্তশালী রাজনীতিকদের চিন্তা নেই এতে। কারণ সামান্য সর্দি-কাশিতেও কথায় কথায় তাদের জন্য ব্যাংকক, সিঙ্গাপুর, ইংল্যান্ড ও আমেরিকার পথ উন্মুক্ত। নিদেন পক্ষে ভারত তো রয়েছেই।

দেশে মোট ৭৫টি মেডিকেল কলেজ রয়েছে। তার মধ্যে ৫৩টি বেসরকারি। ২২টি সরকারি। গত ৩ বছরে ২৬টি মেডিকেল কলেজ অনুমোদন পেয়েছে। এর মধ্যে বেসরকারি ২১টি ও সরকারি ৫টি। এছাড়াও গত ৩ বছরে ৩৩টি ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল টেকনোলজি (আইএইচটি) ও ৬৭টি মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেনিং স্কুল (ম্যাটস) অনুমোদন দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ দেশে এখন আইএইচটি আছে ৮১টি। ম্যাটস আছে ৯৬টি। গত ৩ বছরের এ তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, দেশে গড়ে প্রতি দেড় মাসে একটি করে মেডিকেল কলেজ এবং প্রতি মাসে গড়ে ৩ দশমিক ৭৫টি ম্যাটস অনুমোদন পেয়েছে।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের একটি কমিটি মেডিকেল কলেজ স্থাপনের চূড়ান্ত অনুমোদন দেয়। কমিটির প্রধান স্বাস্থ্যমন্ত্রী। আর রয়েছে একটি অনুসন্ধান কমিটি। তাদের প্রাপ্ত রিপোর্টের ভিত্তিতেই অনুমোদন দেয়া হয়। তা হলে স্বাস্থ্যমন্ত্রী কিসের ভিত্তিতে এই অনুমোদন দেন এবং কিসের ভিত্তিতেই বা রিপোর্ট তৈরি হয় এ প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই করা যায়। যেখানে মেডিকেল কলেজ স্থাপনের সুনির্দিষ্ট শর্ত রয়ে গেছে।

সংখ্যাতেই যাদের তৃপ্তি। চিকিৎসা শিক্ষার মান রক্ষা করা যাদের কাছে অবান্তর। তাদের কাছে জাতি সুষ্ঠু চিকিৎসাব্যবস্থা আশা করতে পারে না। বিষয়টি স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দেখার কথা; কিন্তু বাস্তব চিত্র থেকে অনুমান করা যায় স্বাস্থ্যমন্ত্রী এ প্রশ্নে ঘুমিয়ে আছেন। তার ঘুম ভাঙবে কি?